কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ২ ভুয়া চিকিৎসক আটক

বিডিএমসিতে নিবন্ধন না করে স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক হিসেবে রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করার অপরাধে কুষ্টিয়ায় মোঃ কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলাম নামে দুই ভুয়া চিকিৎসককে আটক করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের কাটাইখানা মোড় ও চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়ার র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করে।

আটককৃত মোঃ কামাল হোসেন শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার মৃত রহিম বক্সের ছেলে। তিনি কাটাইখানা মোড়স্থ মডার্ণ ডেন্টাল কেয়ার চেম্বারে রোগী দেখতেন।

মিরাজুল ইসলাম চৌড়হাস এলাকার মৃত নুর মোহাম্মদ এর ছেলে। তিনি চৌড়হাস মোড়ে ফুলতলা এলাকার সজিব মেডিকেল হলের চেম্বারে রোগী দেখতেন।

র্যাব সুত্রে জানা যায়, শনিবার বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ভূয়া প্রেসক্রিপশনসহ কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলামকে আটক করা হয়। আটককৃত কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিডিএমসিতে নিবন্ধন না করে নিজের নামের পূর্বে ডাক্তার ব্যবহার করে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একজন স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক হিসেবে রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করে। যা বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এর ২২ (২)/২৮ (১) ধারার অপরাধ করেছে। এ ব্যাপারে আটককৃত দুইজনের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোয়া লাখ টাকা জরিমানা ও একজনের কারাদন্ড

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় কঠোর বিধি-নিষেধ (লকডাউন) আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে ও তফসিলভূক্ত অন্যান্য আইনে কুষ্টিয়ায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১লাখ ১৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও এক জনের কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী কুষ্টিয়া জেলা শহর, কুষ্টিয়া পৌরসভাধীন এলাকা ও বিভিন্ন উপজেলাসমূহে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

একদিনে কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৯জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে করোনায় সাতজন ও উপসর্গে দুজন মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৪ জুন) দুপুরে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, গত

কয়েকদিন হাসপাতালে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা কম থাকলেও গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা আবারও বেড়ে গেছে। একইসঙ্গে হাসপাতালে রোগী ভর্তির চাপও বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ১৩৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। ৪৫২টি নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ৩১ দশমিক ৫৯ শতাংশ। নতুন শনাক্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ১৯ জন, দৌলতপুরে ২০ জন, কুমারখালীতে ২৯ জন, ভেড়ামারায় ১২ জন, মিরপুরে ৩৪ জন ও খোকসায় ১৬ জন।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৪৭৭। এদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ১৫৭ জন এবং হোম আইসোলেশনে আছেন ১ হাজার ৩২০ জন। এদিকে করোনা সংক্রমণ কমাতে ২০ জুন রাত ১২টা থেকে কুষ্টিয়ায় লকডাউন শুরু হয়েছে। ২৭ জুন রাত ১২টা পর্যন্ত এ লকডাউন চলবে। লকডাউনে জেলা উপজেলা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি বাঁশ দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষকে বের হতে দিচ্ছে না।

মিরপুর উপজেলার বাসস্ট্যান্ড, জিয়াসড়ক, ঈগল চত্বর, আমলা বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় কঠোর লকডাউন নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) আজমল হোসেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি রকিবুল হাসান, মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি গোলাম মোস্তফাসহ সংশ্লিষ্টরা কঠোর নজরদারি করেন। এছাড়া জেলা শহরের মজমপুর গেট, চৌড়হাস ও বড়বাজার এলাকায় পুলিশ সুপার খাইরুল আলমের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের সদস্যরা কঠোর অবস্থান নেন।

পঁচা গম মজুদ করে আটা ময়দা তৈরি! কারখানা মালিককে লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় পঁচা গম রাখার অপরাধে সি,আর,পি ফ্লাওয়ার মিলের মালিককে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া ও ৪৮ ঘন্টার ভিতরে এই

পচাগম অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরে শহরের বড় ষ্টেশন এলাকার কবি আজিজুর রহমান রোড সংলগ্ন সি,আর,পি ফ্লাওয়ার মিল মালিককে পচা গম রাখার অপরাধে এই জরিমানা করা হয়েছে।

এর আগে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর মাহফুজুর রহমান এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট সবুজ হাসান এর নেতৃত্বে র্যাবের একটি অভিযানিক দল কুষ্টিয়া জেলার সদর থানাধীন কবি আজিজুর রহমান সড়ক সংলগ্ন মেসার্স সি,আর,পি ফ্লাওয়ার মিলে দীর্ঘ দিন যাবত পঁচা গম দিয়ে, আটা, ময়দা, সুজি তৈরী করে আসছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে। পরে ভ্রাম্যমান আদালতে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, পঁচা গম রাখার অপরাধে শহরের বড় ষ্টেশন এলাকার কবি আজিজুর রহমান রোড সংলগ্ন সি,আর,পি ফ্লাওয়ার মিল মালিক সৌরভ পালকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এর ২০০৯ এর ৪৩, ৫২ ও ৫৩ ধারার অপরাধ মোতাবেক এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ৪৮ ঘন্টার ভিতরে পচা গম অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া র্যাব-১২ সিপিসি-১ এর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর মাহফুজ বলেন, আমরা সোর্স মাধ্যমে জানতে পারি এখানে পঁচা গম দিয়ে আটা,সুজি,ময়দা প্রস্তুত চলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মিলটিতে অভিযান পরিচালনা করে সত্যতা পাই। সত্যতা পেয়ে মিল মালিককে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই পচা গম মিল থেকে অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুষ্টিয়ায় খাদ্যে ভেজালের সন্ধান মিললেই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়া সাব রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী বরখাস্ত

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম মুকুলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার সিংহ তাকে বরখাস্ত করেন।

টনার বিবরণে জানা যায়, গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বি এম আব্দুর রফেল কুষ্টিয়া সদর উপজেলা রেজিস্ট্রি অফিসে জমি রেজিস্ট্রি করতে যান। সেখানে তাঁর কাছে ঘুষ চাওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। পরে ওই আইন কর্মকর্তার ভাইয়ের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নেন ওই কর্মচারী। বি এম রফেল এ ব্যাপারে তাঁর ফেসবুক পেজে পোস্ট দিলে তা নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার সিংহ বলেন,‘বি এম আব্দুর রফেল আমার দপ্তরে এসেছিলেন জমি রেজিস্ট্রি করতে। উনার কাজ দ্রুত করে দিই। তাঁর কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল বলে শুনেছি। পরে অফিস ফির টাকা বাদে বাকি টাকা ফেরত দিতে বলেছি। আর এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম মুকুলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম মুকুলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও ঘুষ লেনদেনের সময় দুদুকের হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি।

কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমন

বাড়ছেই! একদিনে ৫ মৃত্যু শনাক্ত ১২২

কুষ্টিয়ায় লকডাউনের মধ্যেও লাগামহীন করোনা সংক্রমন। জেলায় এতদিনে আরো ৫ জন করোনা রোগি মারা গেছেন। এ নিয়ে জেলায় গত ৪দিনে ২৫ জন মানুষ করোনায় মারা গেলেন। গত সোমবার রাত ৮টা থেকে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১০টার পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় নতুন করে আরো ১১৯ জন রোগি সনাক্ত হয়েছে। গত সোমবার রাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রেস রিলিজ অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় জেলায় ৩২৩টি নমুনা পরীক্ষা করে ১২২ জন রোগি সনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষার বিপরিতে সনাক্তের হার প্রায় ৩৭ শতাংশ। নতুন রোগীর মধ্যে সদর উপজেলায় সর্বোচ্চ ৩৯ জন, কুমারখালী উপজেলায় ২৫ জন, মিরপুর উপজেলায় ২০ জন, দৌলতপুরে ১৪ জন, খোকসা উপজেলায় ১২ জন ও ভেড়ামারা উপজেলায় ৯ জন রোগী সনাক্ত হয়েছে।

এনিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৪২২ জন। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৯৮৫ জন মানুষ। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন জন ১৬৬ জন মানুষ। নতুন শনাক্ত হওয়ার রোগীর মধ্যে সদর উপজেলায় সর্বোচ্চ ৮৩ জন, কুমারখালী উপজেলায় ৮ জন, মিরপুর উপজেলায় ১৪ জন, দৌলতপুরে ৫ জন, খোকসা উপজেলায় ১০ জন ও ভেড়ামারা উপজেলায় ৮ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। এনিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৪২২ জন। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫০৬১ জন মানুষ। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন জন ১৬২ জন মানুষ।

এদিকে, গত ১০ দিনে জেলায় ১০৪১ জন করোনা রোগি সনাক্ত হয়েছে। ২৫০ শয্যার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে রোগি সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন ডাক্তার ও নার্সরা। এ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে শয্যা সংখ্যা ১০০ হলেও বর্তমানে ভর্তি আছে ১৪৭ জন রোগি। এদিকে, রোগির চাপ সামলাতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, জেলায় রোগির করোনা রোগির সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে মারাত্মক চিকিৎসা সংকট তৈরী হতে পারে। এ কারণে কুষ্টিয়া জেনারেল

কেবলমাত্র করোনা রোগি ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ হাসপাতালতে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা হওয়ায় কেবল করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। অন্য রোগীদের জন্য ডায়াবেটিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হবে।

শুধুমাত্র জরুরি রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে এখানে। এদিকে, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দুই দফার কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের পর গতকাল সোমবার থেকে জেলায় সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বন্ধ রয়েছে সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। নিত্য প্রয়োজনীয় দব্যের দোকান চালু থাকছে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম জানান, লকডাউনে লোক সমাগম ঠেকাতে পুলিশ শহরে প্রবেশের ৮টি পথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। জেলা শহর ছাড়াও উপজেলা পর্যায়েও লকডাউন কার্যকরে তৎপরতা চালাচ্ছে প্রশাসন।

কুষ্টিয়ায় দেড় মাসের শিশুর করোনা শনাক্ত

কুষ্টিয়ায় দেড় মাস বয়সী শিশুর দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে শিশুটিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছে। শিশুটির নাম প্রিন্স। কুষ্টিয়া বড় স্টেশন এলাকার আকাশে আলির ছেলে।

হাসপাতাল সুত্রে জানা যায়, গত সোমবার ঠান্ডা জ্বর নিয়ে আকাশ আলী শিশুটিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর বিকেলে শিশুটিকে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করে। পরে নমুনা সংগ্রহ করে টেস্ট করালে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে পজেটিভ রিপোর্ট আসে। ব

র্তমানে শিশুটিকে শিশু ওয়ার্ড থেকে করোনা ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। শিশুটির পিতা আকাশ আলী জানান, কয়েকদিন যাবত ঠান্ডা জ্বরে ভুগছিল। গতকাল তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করি। নমুনা সংগ্রহের পর তার দেহে করোনা পজিটিভ

সনাক্ত হয়েছে।

এবিষয়ে করোনা ওয়ার্ডে দায়িত্বে থাকা ডাঃ ইফেতখার হাসান জানান, কুষ্টিয়ায় এই প্রথম দেড় মাসের শিশুর দেহে করোনা সনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে শিশুটিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বাড়ছেই করোনা: এমপি হানিফের উদ্যোগে হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর-৩ আসনের সাংসদ মাহবুবউল আলম হানিফের উদ্যোগে ১০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। জানা যায়, গত ৬ ও ৭ মে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় প্রায় ১ কোটি টাকা বাজেটে কুষ্টিয়া মোহিনি মিল মাঠ ও শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে ১১ হাজার অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

তবে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ১ কোটি টাকার পুরোটা খরচ হয়নি। এখান থেকে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়েই মূলত ১০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা করবেন বলেও কুষ্টিয়া স্বাস্থ্য অধিদফতরকে আশ্বস্ত করেছেন হানিফ। কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতি খুবই নাজুক। পরিস্থিতি বিবেচনায় কঠোর লকডাউন দিতে হয়েছে পুরো জেলায়, তারপরও করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে।

জেলায় প্রতিদিন করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান এই করোনা রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ করতে কুষ্টিয়ার স্বাস্থ্য অধিদফতরকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। করোনার শুরু থেকে কুষ্টিয়া জেলায় শনাক্তের হার কখনো ২০ শতাংশের

ওপরে যায়নি। কিন্তু এখন শনাক্তের হার ৪০ শতাংশের ওপরে উঠে গেছে। এতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভিড় লেগেই আছে। বেডের তুলনায় সেখানে প্রায় দ্বিগুণ রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বেড না থাকায় রোগীদের বারান্দায় রাখতে হচ্ছে। রোগীর ভিড় বেড়ে যাওয়ায় ওয়ার্ডের বারান্দা, স্বাস্থ্যকর্মীদের বসার জায়গাটুকুও রোগীর শয্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালের ১০ নং সার্জিক্যাল ওয়ার্ড ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালের একটি অংশকে করোনা ওয়ার্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল কুষ্টিয়ায় ৩২৩ টি নমুনার মধ্যে ১১৯ টি পজিটিভ এসেছে। এছাড়াও করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন ৩২৩ টি নমুনার মধ্যে ১১৯ টি পজিটিভ। যার মধ্যে পিসিআর ল্যাবে ১৮৪ টি এবং এন্টিজেন টেস্ট ১৩৯ টি নমুনার মধ্যে যথাক্রমে ৫৫ টি এবং ৬৪ টি পজিটিভ এসেছে।

উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৩৯ জন,কুমারখালি ২৫ জন,দৌলতপুরে ১৪ জন, ভেড়ামারায় ৯ জন,মিরপুর উপজেলায় ২০ জন, খোকসায় ১২ জন পজিটিভ এসেছে। এদিকে কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউনের প্রথম দিনে জেলার ৬টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১০টি অভিযানে ৬০ জনকে ৬৫ হাজার ৮শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউনে করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় কঠোর বিধি-নিষেধ (লকডাউন) আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এ জরিমানা আরোপ ও আদায় করেন।

কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণ

প্রতিরোধে পুলিশ সদা কাজ করে যাচ্ছে! এসপি খাইরুল আলম

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ খাইরুল আলম বলেছেন, কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে পুলিশ সদা কাজ করে যাচ্ছে । সোমবার কুষ্টিয়া সপ্তাহব্যাপী লকডাউনের প্রথম দিনে তিনি কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, মাস্ক ব্যবহার করলে, তা মাস্ক পরা ব্যক্তির থেকে অন্যদের কাছে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। শুধু মাস্ক ব্যবহার করলেই ঈঙঠওউ-১৯-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না এবং তার পাশাপাশি শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং হাত ধুতে হবে।এজন্য স্বাস্থ্যবিধি ও পরামর্শ মেনে চলার পাশাপাশি কঠোর লকডাউন মেনে চলতে অনুরোধ করেন।

এদিকে লকডাউনের প্রথমদিনে কুষ্টিয়ার ত্রিমহনী, মজমপুর, চোড়হাস মোড়, হরিপুর শেখ রাসেল সংযোগ সেতুর উত্তর প্রান্ত সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশ সুপার কুষ্টিয়ার নের্তৃত্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে পুলিশ অবস্থান নেয়।

পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম নিজে হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করে স্থানীয় জনসাধারণের অকারণে ঘুরাঘুরি না করে বাড়ীতে যাওয়ার আহবান করেন। তিনি জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের উপর কঠোর বিধিনিষেধ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার সিনিয়র ম্যানেজমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এসপি কুষ্টিয়া এ সময় শহরের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে ঘুরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন এবং পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এ সময় তিনি পুলিশ কর্তৃক মজমপুরের মত কুষ্টিয়া শহরের বারখাদা ত্রিমোহনী মোড়,বটতৈল মোড়,লাহিনী বটতৈল মোড়,মোল্লাতেঘরিয়া মোড়,মিলপাড়া রেলক্রসিং, হরিপুর শেখ রাসেল সংযোগ সেতুর উত্তর প্রান্ত, জগতি রেল বাজার চেকপোস্ট সহ সাত স্থানে অনুরুপ যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তাও প্রত্যক্ষ করেন।তবে পুলিশের এমন নজরারীর

কারনে কুষ্টিয়া শহরে যানবাহন শূন্য ও রাস্তা ফাঁকা দেখা যায়। উল্লেখ্য করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চলমান কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে জেলা পুলিশ কুষ্টিয়া উল্লেখিত স্থানে সকাল ৬ টা হতে রাত ১০ টা পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও ২৪ ঘন্টা টহল টিম শহরের বিভিন্ন স্থানে কর্তব্যরত আছে। অকারণে বাইরে ঘুরাঘুরি না করে তিনি সবাইকেই নিজ বাসায় অবস্থান করার জন্য বলেন এবং মাস্ক পরার প্রতি জোর তাগিদ দেন।কুষ্টিয়া জেলার সম্মানিত সকল নাগরিকদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বিধিনিষেধ সমুহ মেনে চলার জন্য পুলিশ সুপার কুষ্টিয়া মোঃ খাইরুল আলম অনুরোধ করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ), মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা), মোঃ রাজিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর), মোঃ আতিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, অফিসার ইন চার্জ কুষ্টিয়া মডেল থানা, ওসি ডিবি, টিআই-১,আরআরআই কুষ্টিয়াসহ জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার সকল র্যাংকের অফিসার ও ফোর্স।

সেতু এনজিওর সহযোগীতায় ড্রাগন চাষ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মিরপুরের আসাদ

ড্রাগন চাষে লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের মো. আসাদ আলী। অন্য ফসলে লোকসানের পর নিজের প্রায় দেড় বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন ড্রাগন ফলের বাগান। ড্রাগন চাষ লাভজনক হাওয়ায় তাকে দেখে অন্য চাষিরাও আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় সাত থেকে আট ফুট দূরত্বে কংক্রিটের তৈরি পিলারের চারপাশে ড্রাগন গাছ রোপণ করা হয়েছে।

কংক্রিটের এসব পিলারের ওপরে লোহার রডের সঙ্গে সাইকেলের পুরনো টায়ার দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক গাছে পাকা গোলাপী রয়ের ফলে পুরো বাগানজুড়ে। উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের ড্রাগন চাষি মো. আসাদ আলী বলেন, ‘আমার এই জমিতে প্রায় ৩০ বছর পানের বরজ ছিল। বরজটি ভাইরাসের কারণে মারা যায়। ফলে আমি বেকার হয়ে পড়ি।

সেতু এনজিওর নির্বাহী পরিচালক এম,এ, কাদের এর সার্বিক সহয়োগীতায় এবং ঝিনাইদহের এক বন্ধু পরামর্শে ড্রাগন ফল চাষ শুরু করেন। এরপর ঝিনাইদহের গিয়ে ড্রাগন বাগানে বেশ কয়েকবার গিয়ে ড্রাগনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। পরবর্তীতে প্রায় দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ শুরু করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘ড্রাগনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য যখন ওই বাগানে যাই, তখন বাগানের পরিচর্যকারীরা আমাকে জানায় যে- ড্রাগনের ফল আসতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। তখন আমি একটু হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজে যখন চাষ শুরু করেছি, তখন ধারণাটি বদলে যায়। আমি দেড় বছরের মাথায় আমার বাগানে ফুল-ফল আসতে শুরু করে। ইতোমধ্যে আমি সাড়ে তিনশ টাকা কেজি দরে দুইশ কেজি ফল বাজারে বিক্রি করেছি।

তবে এই লকডাউনের কারনে একটু হতাশ হচ্ছি বিক্রি করা নিয়ে। ফলের পাশাপাশি ড্রাগনের চারা বিক্রি করেও আমার বাড়তি আয় হচ্ছে বলেও জানান তিনি। ড্রাগন চাষের ব্যয় সম্পর্কে আসাদ বলেন, ‘আমার দেড় বিঘা জমিতে ২২৫টি পিলার রয়েছে। এসব পিলার বগুড়া থেকে সংগ্রহ করেছি। প্রতিটি পিলারের খরচ পড়েছে ২৫০ টাকা। এছাড়াও গাড়ি ভাড়ায় ৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আমার জমিতে প্রায় এক হাজার চারা রয়েছে। পিলার, সেঁচ, সার ও চারা সব মিলিয়ে দেড় বিঘা জমিতে আমার প্রায় চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে।’ এই দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগন ফল বিক্রি করে বছরে আমার ৬ থেকে ৮ লাখ টাকা আয় হবে বলে আশা করছি। ড্রাগন চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, ‘প্রথমে জমি চাষ করে নিতে হবে। চারা রোপণের কয়েকদিন পূর্বে ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে জৈব সার দিয়ে দিতে হবে। এরপর হাফ ইঞ্চি কম মাটিতে চারা রোপণ করতে হবে। একটি পিলারে চারটা ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করা যায়। এছাড়াও এক পিলার থেকে অন্য পিলারের দূরত্ব হতে হবে সাত ফিট।’ তিনি আরও জানান, ড্রাগন ফল চাষ করতে জৈব সার বেশি প্রয়োজন হয়। কৃষি বিভাগ তাকে সেচ যন্ত্রের সুবিধাসহ ভার্মি কম্পোস্ট করতে সহায়তা করেছি। এছাড়াও প্রতিনিয়ত তার বাগানে গিয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

‘সেতু এনজিওর নির্বাহী পরিচালক এম,এ, কাদের জানান, ড্রাগন একটি

পুষ্টিকর ফল। এবং এটি অনেক লাভজনক। আমাদের এনজিওর মাধ্যমে মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের কৃষক আসাদ আলীকে পরীক্ষামূলকভাবে দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগনের চাষ করতে উৎসাহিত করেছি। প্রায় দেড় বছর পর এখন বাগানজুড়ে ড্রাগন ফল এসেছে। আসাদ এখন সফলতা পেতে শুরু করেছেন। আসাদের ড্রাগন ফলের চাষে সহায়তা জন্য তাকে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উপকরণ ও সহযোগীতা অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন লাবলু বলেন, ড্রাগন ফল অত্যান্ত পুষ্টিকর একটি ফল। এ ফলে রয়েছে অধিক পরিমাণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। তবে প্রতিনিয়ত এটা খেলে শরীরের জন্য বেশ উপকার।

কুষ্টিয়া জেলা তাতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশীদ জানান, ড্রাগন ফল বিদেশি ফল হলেও ড্রাগন ফলের সতেজ করা স্বাদ ও পুষ্টিগুণের জন্য বাংলাদেশেও এখন এই ফল চাষ হচ্ছে। তবে কুষ্টিয়ায় এর চাষ হচ্ছে জেনে আমরা বাগান থেকে সংগ্রহ করেছি। বেশ সুস্বাদু থাকায় খেয়েও অনেক মজা। অনলাইনে সিজিনাল ফল বিক্রি করেন কৃষকের বন্ধু এস এম জামাল। তিনি বলেন, আসাদ ভাইয়ের বাগান থেকে ড্রাগন নিয়ে জেলার শহর ছাড়াও ঢাকায় অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করতাম। কিন্তু দেশের যে পরিস্থিতি সেজন্য এ ফল বিক্রি করতে এখন অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে। তবুও বর্তমানে ফোনে অর্ডার নিচ্ছি এরপর কুরিয়ারের মাধ্যমে ফল ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রতি কেজি দরে ড্রাগন ফল ৩০০ টাকায় কিনে ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করছি।